ইউকসু নির্বাচন

পরিবর্তিত জনমত

ইউকসু নির্বাচন ২০০১-এ ৪৩০০ ভোটারের অনেকেই এবার ভোট দিতে আসেনি। বৈধ ভোটের সংখ্যা ৩১৯৪টি। নির্বাচনের ফলাফলে ছিল ব্যাপক বৈচিত্র্য। ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী ৭৯ ভোটের ব্যবধানে, জিএস প্রার্থী ৪৬৭ ভোটের ব্যবধানে জিতেছেন। ছাত্রলীগের এজিএস প্রার্থী জিতেছেন ৭৯৯ ভোটের ব্যবধানে আর ক্রীড়া সম্পাদক ৭৩৭ ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছেন। সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্র ইউনিয়নও অংশীদার হয়েছে কেন্দ্রীয় পদে। এমনকি হলগুলোতে দল নিরপেক্ষ ছাত্র মঞ্চের বিরাট বিজয় সবাইকে অবাক করেছে...

এবারের ফলাফল বিশ্লেষণ করেছেন **রানা রাসেল মাহমুদ**

৬ নবেম্বর অনুষ্ঠিত হয় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন। একই সাথে সম্পন্ন হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়টি হল সংসদ নির্বাচন। কয়েকটি ঘটনার কারণে নির্বাচনের পূর্বে বুয়েটের পরিবেশ থমথমে হয়ে যায়। পরে বুয়েট প্রশাসনের হস্তক্ষেপে ব্যাপক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। নির্বাচনের আগের দিন কিছুটা উৎসবমুখর পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়। তারপরও নির্বাচনে ভোট প্রাপ্তির হার ছিল তুলনামূলক অনেক কম। আবাসিক ছাত্রদের অনেকেই ভোট দিতে আসেনি। নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় ব্যাপক বৈচিত্র্য।

জাতীয় রাজনীতির অনেক মূল্যবান আন্দোলন-সংগ্রামে বুয়েট নিঃসন্দেহে অনেক গুরুত্ব বহন করেছে। '৫২-র ভাষা আন্দোলন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ থেকে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনেও বুয়েটের ছাত্ররা ছিল সক্রিয়। জাতীয় নির্বাচনে অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা বিপুল উৎসাহ আর অনেক স্বতঃস্ফূর্ততার পরে দেশের প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভোট প্রাপ্তির তুলনামূলক নিম্নহার আর বুয়েট ছাত্রদের রায়ের পরিবর্তিত চিত্র আমাদেরকে নতুন ভাবনার দিকে নিয়ে গেছে।

ইউকসু নির্বাচন ২০০১ ছিল ব্যাপক পরিবর্তন, সাধারণ ছাত্রদের রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ানোর প্রতিচ্ছবি। অন্যদিকে কিছু সংখ্যক ছাত্রের রাজনীতিতে ব্যাপক ব্যস্ততা, অস্থিরতা সৃষ্টির নজির। অনেক নতুন ঘটনার ও আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে এই নির্বাচনকে ঘিরে। ছাত্রদলের দুর্গ পতন, ছাত্রলীগের তুলনামূলক সাফল্য।

ছাত্রদল বিগত '৯৭ ও '৯৯-এর ইউকসু নির্বাচনের সাফল্যের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারেনি এবারের নির্বাচনে। '৯৭-এ কেন্দ্রীয় সংসদের ৭টির সবকটিতে, '৯৯-এ ৫টিতে নির্বাচিত হলেও এবারে মাত্র ৩টি পদে জয়ী হয়েছে। ছাত্রলীগ '৯৯-এ ২টিতে এবং এবারেও ২টিতে নির্বাচিত হলেও হল সংসদে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করে। এছাড়া কেন্দ্রীয় সংসদে ছাত্রদল শতকরা ৩৪.০৯ ভাগ, ছাত্রলীগ ৩৬.৫৮ ভাগ ভোট পায় যা গত ইউকসু নির্বাচনে ছাত্রদলের ৪২ শতাংশ ও ছাত্রলীগ ৪১ শতাংশের সাথে তুলনায় ছাত্রলীগের সাফল্যকেই চিহ্নিত করে। অন্যদিকে উভয় দলেরই ভোট হ্রাস ছাত্রদের পরিবর্তিত মতামতকেও তুলে ধরে। ছাত্রদলের এই তুলনামূলক খারাপ ফলাফলের জন্য দলীয় অন্তর্কোন্দলকে অনেকেই দায়ী করেন। তারপরও ছাত্রদের মাঝে পরিবর্তিত চেতনা, জাতীয় রাজনীতির প্রভাব এর অন্যতম কারণ হতে পারে বলে অনেকেই মনে করেন।

ক্যাম্পাসে ছাত্র শিবির

জাতীয় নির্বাচনের পরে ইউকসু নির্বাচন প্রস্তুতি শুরু হবার সাথে ছাত্র শিবির নির্বাচনে অংশ নেবার প্রস্তুতি নেয় বলে জানা যায়। এর আগে দেশের প্রতিষ্ঠিত ছাত্র রাজনীতির দৃষ্টান্ত হিসেবে সমগ্র দেশে খ্যাত এই বুয়েট ক্যাম্পাসে ছাত্র শিবিরের নামে প্রকাশ্যে কেউই রাজনীতি করেনি। ইউকসু নির্বাচনের পূর্বে বুয়েটে প্রতিষ্ঠিত সব ছাত্র সংগঠনই ক্যাম্পাসে শিবিরবিরোধী মিছিল করে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরাও নেমে আসে মিছিলে। তারপরও শিবির কেন্দ্রীয় সংসদসহ হল সংসদেও তাদের প্রার্থী মনোনয়ন দেয়। বুয়েটের সংবিধান অনুযায়ী ইউকসু নির্বাচনে প্রার্থিতা মূলত প্রার্থী হিসেবেই মনোনীত হয়

গোলাম মোর্শেদ লায়ন
ভিপি, ৭৯ ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী

হাসিব মোস্তাবসির (হাসিব)
জিএস, ৪৬৭ ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী

মনিরুল হাসান উল্লাস
এজিএস, ৭৯৯ ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী

ইউকসু নির্বাচন ২০০১

কেন্দ্রীয় সংসদ : ছাত্রদল ৩টি (ভিপি, জিএস, আপ্যায়ন), ছাত্রলীগ ২টি (এজিএস, ক্রীড়া), ছাত্র ইউনিয়ন ১টি (বার্ষিকী), ছাত্রফ্রন্ট ১টি (সাহিত্য ও সংস্কৃতি)।

হল সংসদ

নজরুল ইসলাম হল
ছাত্রদল ২টি, ছাত্রলীগ ১টি ভিপি জিএসসহ ৯টি দল নিরপেক্ষ ছাত্রমঞ্চ

শেরেবাংলা হল
ছাত্রলীগ ১টি (ভিপি) জিএসসহ ১১টি ছাত্রদল

সোহরাওয়ার্দী হল
ভিপি, জিএসসহ ৫টি ছাত্রদল, ৭টি ছাত্রলীগ

সোহরাওয়ার্দী হল

রশীদ হল
ভিপি, জিএসসহ ৭টি ছাত্রদল, ৫টি ছাত্রলীগ

তিতুমীর হল
ভিপিসহ ৫টিতে ছাত্রদল, জিএসসহ ৭টি ছাত্রলীগ

আহসানউল্লাহ (পঃ)
ভিপি, জিএসসহ ৬টিতে ছাত্রলীগ এবং ৬টিতে ছাত্রদল

আহসানউল্লাহ (উঃ)
ভিপি, জিএসসহ ১০টিতে ছাত্রলীগ, ১টিতে ছাত্র ইউনিয়ন এবং ১টিতে ছাত্রফ্রন্ট

শহীদ স্মৃতি হল
ভিপি ছাত্রদল, জিএস ছাত্রলীগ, অন্যান্য আসনে Selected প্রার্থী

ছাত্রী হল
স্বতন্ত্র ভিপি।

হল সংসদের ফলাফল

ছাত্রলীগ	ভিপি ৩ জন জিএস ৩ জন	মোট ৩৬টি
ছাত্রদল	ভিপি ৩ জন জিএস ৩ জন	মোট ৩৭টি
স্বতন্ত্র	ভিপি ১ জন জিএস ১ জন	মোট ৯টি

এ হিসাবে *শহীদ স্মৃতিত ও ছাত্রী হল ধরা হয়নি, কেননা হল দুটিতে দলের ব্যানারে নির্বাচন হয়নি।*

কোনো দলীয় ব্যানারে নয়। সেক্ষেত্রে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন শিবিরকে নির্বাচনে অংশগ্রহণে বাধা প্রদানে ছাত্র সংগঠনগুলোর যে দাবি তা আর নির্বাচনের পূর্বে তেমন চোখে পড়েনি। কেবলমাত্র ক্যাম্পাসের দুটি বাম সংগঠন ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রফ্রন্ট তাদের মিছিলে শিবিরবিরোধী স্লোগান দেয়। ইতিপূর্বে শিবির যখন ইউকসু নির্বাচনে প্যানেল দেয়, নির্বাচনের পূর্বে তারা কখনই প্রচারণায় নামেনি বরং নির্বাচনের পূর্বে তারা একটি ছাত্র সংগঠনকে সমর্থন দিয়ে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেয় অথবা নির্বাচনে তাদের কর্মীরা এই দলটিকে তাদের রায় প্রদান করে। এবারে ক্যাম্পাসের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রথমবারের মতো শিবির রুমে রুমে গিয়ে প্রচারণাসহ ক্যাম্পাসে প্রকাশ্যে প্রচারণায় অংশগ্রহণ করে।

নতুন প্রয়াস দলনিরপেক্ষ ছাত্রমঞ্চ

নির্বাচনের পূর্বে ক্যাম্পাসে যথেষ্ট আলোচনায় আসে এই উদ্যোগ। কিন্তু প্যানেল জমা দেবার আগে উদ্যোগটি খুব সংগঠিত না হওয়ায় কেন্দ্রীয় সংসদে স্বতন্ত্র হিসেবে যুগ্ম সম্পাদক পদে একজন প্রার্থী ছাড়া দলনিরপেক্ষ কোনো প্রার্থী ছিল না। বিচ্ছিন্নভাবে নজরুল ইসলাম হল ও সোহরাওয়ার্দী হলে সংসদের প্রায় সবক'টি পদে এরা প্রার্থী দেয়। নজরুল ইসলাম হলে সংসদের ১২টির মধ্যে ৯টি পদেই এই ছাত্রমঞ্চের প্রার্থীরা জয়ী হন। অন্যদিকে সোহরাওয়ার্দী হলে এরা জয়ী হতে না পারলেও মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছিল দলনিরপেক্ষ ছাত্রমঞ্চের মনোনীত প্রার্থীরা। ছাত্রী হলেও একইভাবে নির্বাচিত হন স্বতন্ত্র প্রার্থী। অবশ্য ছাত্রী হলে সব প্রার্থীই স্বতন্ত্র হিসেবেই নির্বাচন করেন সব সময়। নির্বাচনের পূর্বে যে বিষয়টি আলোচনায় এসেছিল, পূর্বে ছাত্র শিবির বুয়েট ক্যাম্পাসে প্রকাশ্যে নির্বাচন করত না। তারা নির্দলীয় নামেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করত, তেমন কোনো বিষয় এর সাথে সংশ্লিষ্ট কিনা দলনিরপেক্ষ ছাত্রমঞ্চের কয়েকজনের সাথে এ বিষয়ে কথা বললে তারা এই উদ্যোগকে প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিশ্বাসী বলে দাবি করেন। সেই সাথে তারা দলীয় লেজুড়বৃত্তিহীন একটি প্রগতিশীল রাজনীতি প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

বিকল্প হিসেবে ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রফ্রন্ট

এবারের নির্বাচনে বিকল্প শক্তি হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে দুই বাম শক্তি। কেন্দ্রীয় সংসদে উভয় দলেরই একজন করে প্রার্থী বিজয়ী হন, যা অনেকদিন পরে ক্যাম্পাসে বাম শক্তির পুরনো গৌরবকে অনেকটাই পুনরুদ্ধার করেছে। বড় দল দুটিতে অন্তর্দ্বন্দ্ব, জাতীয় রাজনীতির হতাশা সব মিলিয়ে ছাত্রদের পরিবর্তিত চেতনাই ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রফ্রন্টের বিজয়ে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে বলে অনেকে মনে করেন। তবে ফলাফলে দল দুটির বিজয়ী প্রার্থী ছাড়া অন্যদের প্রাপ্ত ভোট দল দুটির জন্য আশাব্যঞ্জক নয়। বরং বলা যায়, মেয়ে প্রার্থী করার জন্য তারা টেকনিক্যালি এগিয়ে যায় এবং এ কারণেই পদ দুটিতে তাদের বিজয় হয়েছে।

অনলাইন ইলেকশন

ইউকসু নির্বাচন ২০০১-এর পেক্ষিতে অনলাইন ইলেকশন হতে পারত প্রযুক্তিগত উৎকর্ষে বুয়েটের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ। শেরেবাংলা হল কম্পিউটার সোসাইটি একটি সফটওয়্যার এক্সিবিশনের মাধ্যমে অনলাইন ইলেকশন কিভাবে বুয়েটে বাস্তবায়ন করা যায় তার প্রেক্ষিতে যুক্তি ও বাস্তবতা ব্যাখ্যা করে। হলের নির্বাচন কেন্দ্রে ছাত্ররা একটি PCতে ব্যালট পেপারে তাদের রায় প্রদান করলে তা একটি সেন্ট্রাল ডাটাবেজের মাধ্যমে গণনা করা সম্ভব হতো। তার জন্য প্রয়োজন ছিল নেটওয়ার্ক সাপোর্ট অর্থাৎ সমগ্র বুয়েটকে Lan অথবা Wan-এর মাধ্যমে একটি পরিকল্পিত নেটওয়ার্কের আওতায় আনা ও একটি ডাটাবেজ সফটওয়্যার। জানা যায়, এ বিষয়ে শেরেবাংলা হল ছাড়াও বুয়েট কম্পিউটার সেন্টারেরও একটি উদ্যোগ ছিল। কিন্তু জাতীয় নির্বাচনের পর দ্রুত ইউকসু নির্বাচন আয়োজন ও পরিকল্পিত ভিত্তির অভাবে এই নির্বাচন অনলাইনে আনা সম্ভব হয়নি।

ইউকসু নির্বাচনের আগে ঘটে যায় কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা। ছাত্রদলের প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে মুখোমুখি অবস্থান নেয়। নির্বাচনের ৪ তারিখ আনুমানিক ১২.৩০ মিনিটে ছাত্রদলের আপ্যায়ন সম্পাদক প্রহৃত হন। সেই রাতেই ছাত্রদল ছাত্রলীগকে দায়ী করে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিল থেকে ছাত্রলীগের বুয়েট শাখার সভাপতির রুম ভাঙচুর করা হয়, রুমের ব্যবহৃত জিনিসপত্র এবং কম্পিউটার বের করে বাইরে ফেলে দেয়া হয়। ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ডলারের রুমও তছনছ করা হয়। জিনিসপত্র বাইরে ফেলে দেয়া হয়। ছাত্রলীগের নির্বাচনী পোস্টার-লিফলেট আহসানউল্লাহ হলের ১২১ নং কক্ষ থেকে বের করে পোড়ানো হয়। ঐদিন সকালে ছাত্রদল বুয়েট ক্যাম্পাসে হরতাল আহ্বান করে। ছাত্রলীগের মিছিলে হামলা করে ছাত্রদলের নির্বাচনবিরোধী একটি গ্রুপ। ছাত্রলীগ এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্য ছাত্রদলের বিবদমান মুকী ও পিটার গ্রুপের অন্তর্কোন্দলকে দায়ী করে। ঐদিনই একাডেমিক কাউন্সিলে এই অস্থিতিশীল অবস্থার পেক্ষিতে জরুরি মিটিং-এ বসেন শিক্ষকরা। ফলে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া যথেষ্ট সংশয়ের মধ্যে পড়ে। কিন্তু গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখার তাগিদে শেষ পর্যন্ত ইউকসু নির্বাচন নির্দিষ্ট তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের ফলাফল প্রসঙ্গে বুয়েট ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল আলম ডলার বলেন, 'নির্বাচনের ফলাফল মোটামুটি সন্তোষজনক। নির্বাচনের আগে আমাকে হলে থাকতে দেয়া হয়নি। মিছিলে হামলা করা হয়েছে। তারপরও কষ্ট করে প্রচারণা করেছি। আমাদের কর্মীরা সবাই স্বচ্ছন্দে কাজ করতে পারলে ফলাফল আরো ভালো হতো।' এতকিছুর পরও নতুন নির্বাচিত ইউকসুর কাছে বুয়েট ছাত্রদের অনেক প্রত্যাশা। তবে সবকিছুরই আগে সুষ্ঠু ও স্থিতিশীল পরিস্থিতি নিশ্চিত হওয়া দরকার। একটি সুষ্ঠু ও স্থিতিশীল ছাত্র রাজনীতির দৃষ্টান্ত হিসেবে বুয়েট আগে যে গৌরব অর্জন করেছিল, নির্বাচনের পরে নির্বাচিত ইউকসু'র কাছে সেই ধারা অব্যাহত রাখাটাই এখন মূল প্রত্যাশা।